এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১৩১ : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ // রেজি নং-২৪-৮৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দয়াগঞ্জ ও ধলপুরে পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মিত ৪টি আবাসিক ভবন শুভ উদ্বোধন করেন

পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসিক ভবন উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে রাজধানীর দয়াগঞ্জ ও ধলপুর এলাকায় ৪টি নবনির্মিত বহুতল আবাসিক ভবন উদ্বোধন করা হয়। নতুন ভবনগুলোতে ৩৪৫টি পরিবার বসবাসের সুযোগ পাবে।

গত ৮ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে এসব ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান প্রকল্পের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলালসহ স্থানীয় জনগণ এ সময়ে দয়াগঞ্জ প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করবে। তিনি পরিচ্ছন্নকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আমাদের নগর জীবনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে তাদের সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধান করতে তাঁর সরকার এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পরিচ্ছন্নকর্মীদের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন গড়ে তুলবে। তিনি দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নির্দেশ দেন। সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসনের জন্য ২০১৩ সালে দয়াগঞ্জে ৫টি, ধলপুরে ৫টি এবং সূত্রাপুরে ৩টি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৩টির মধ্যে ৪টি বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এসব আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১,১৪৮টি পরিচ্ছন্নকর্মী পরিবার আধুনিক আবাসন সুবিধা পাবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের ফ্লোর এরিয়া ৪৭২ বর্গফুট। এতে রয়েছে দুটি শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, একটি টয়লেট ও দুটি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে লিফট, সার্বক্ষণিক বিদ্যুত সরবরাহের জন্য জেনারেটর এবং প্রতিটি কলোনিতে আলাদা বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন আছে। ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মেঝে টাইলস্ দ্বারা আবৃত। প্রতিটি ভবনে পৃথক স্টোররুম ও একটি কমিউনিটি হল রয়েছে।

নবনির্মিত পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

সম্পাদকীয়

এলজিইডির ১০ বছরের অর্জন: আগামীতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে

গত দশ বছরে (২০০৯-২০১৮) পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন বিগত কয়েক দশকের অর্জনের কাছাকাছি, যা সম্ভব হয়েছে সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সমন্বিত পরিকল্পনা ও গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে। বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশব্যাপী গড়ে তোলা পল্লি ভৌত অবকাঠামোর অবদান ব্যাপক।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ এ যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-এ তিন সূচকের সকল ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করেছে। যুগপৎ, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ সূচকে বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন শতকরা ৮৬.৭ ভাগ। অর্থাৎ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির শতকরা ৮৬.৭ ভাগ সর্বোচ্চ দু'কিলোমিটার বা ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর যেকোন পাকা সড়কে উঠতে পারে। দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়ায় সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষা-প্রসার, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

এলজিইডি গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নগর স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসসহ জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এবং ১৯৯৬ সাল থেকে চারবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। নির্বাচনের পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। ইশতেহারে উল্লেখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বিশেষত নির্বাচনী ইশতেহার দফা ৩.১০ 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ- এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এলজিইডির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনার আলোকে এলজিইডি আগামীর কর্মকৌশল নির্ধারণে কাজ করছে, যা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগে সিনিয়র সচিব হিসেবে যোগদান করলেন এস. এম. গোলাম ফারুক

জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগে সিনিয়র সচিব হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এস. এম. গোলাম ফারুক মাঠ প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক ১৯৬০ সালের ১ জুন শরীয়তপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ত্রিশ বছর পর আপন গাঁয়ে

০৬ পৃষ্ঠার পর

গত বছর থেকে নিজ গাঁয়ে ১২৫টি পরিবার নতুন করে বসবাস শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যরাও চলে আসবে বলে জানান তিনি।

ইতোমধ্যে সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে বিলে একটি স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করেছে। বিল ও খালের পাশে প্রায় দশ একর জায়গায় করেছে জলজ গাছের বনায়ন। এছাড়াও নির্মাণ করা হয়েছে একটি অফিসঘর, যেখানে সদস্যদের মাসিক সভাসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ভবিষ্যতে সমগ্র বিলে স্থায়ীভাবে হিজল, করচ ইত্যাদি গাছের বনায়ন করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের জন্য ভালো মানের স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্থায়ী গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, মসজিদ ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা এবং স্যানিটেশন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে একটি আদর্শ গ্রাম নির্মাণের পরিকল্পনা করছে গ্রামবাসী। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর নিজ ভূমিতে নোঙ্গর করার আনন্দে পরিবারগুলোর মধ্যে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন জেগে উঠেছে।

মিরপুরে ঢাকা পিটিআই ভবন উদ্বোধন

গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ ঢাকায় মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত ঢাকা পিটিআইয়ের ১০ তলা ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অভীষ্টসমূহ অর্জন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি বলেন, শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। এ সরকার বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার ও বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।

ঢাকা পিটিআইয়ের ১০ তলা ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। গড়ে তোলা হচ্ছে শিক্ষা অবকাঠামো, যা মানসম্মত শিক্ষার জন্য জনবল গঠনে কাজ করবে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, এলজিইডি দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এর অংশ হিসেবে পিটিআই বিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই নির্মাণ করা হয়েছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশনারি নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে
-স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব

পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ দারিদ্র্য কমিয়ে আনার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তা অর্জনে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। সিনিয়র সচিব বলেন, গ্রামের কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য ভ্যালুচেইন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভাবতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রায় ১১ হাজার জনবল নিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এলজিইডি কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কাজের গুণগত মান বজায় রেখে এলজিইডির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারের চলমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এলজিইডি সর্বদা সচেষ্ট। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. কাজী আনোয়ারুল হক, যুগ্মসচিব মেজবাহ উদ্দিন, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হলেন ডেনিশ রাষ্ট্রদূত

ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন এলজিইডির জিআইএস সেকশন পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন

গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন এলজিইডি সদর দপ্তরে জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডানিডার আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এলজিইডির জিআইএস সেকশন ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইউনিট পরিদর্শন করেন। ডেনিশ রাষ্ট্রদূত এলজিইডির কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ডেনমার্ক সরকার এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। ডেনিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ডানিডা)'র সহযোগিতায় এলজিইডি বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: বিশ্বব্যাংকের মিশন

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গত ২ থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ বিশ্বব্যাংক মধ্যমেয়াদী মিশন পরিচালিত হয়। টাস্ক টিম লিডার ও সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ইগ্নাসিও এস, উরতাসিয়ার নেতৃত্বে মিশনের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ও কো-টাস্ক টিম লিডার স্বর্ণা কাজী, সিনিয়র অপারেশন অফিসার স্টেফানি ট্যাম, সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট ইশতিয়াক সিদ্দিক এবং ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট হাসিব এহসান চৌধুরী। মিশন সদস্যগণ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় অন্যতম বাংলাদেশ। দুর্যোগকালীন আশ্রয় এবং দুর্যোগকবলিতদের সহায় সম্পদ রক্ষাসহ বহুমুখী সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এলজিইডি ২০০৮ সালে ইমার্জেন্সি সাইক্লোন রিকভারী এ্যান্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি-২০০৭) বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে, যা ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর ৩৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ ও ৪৫৯টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সাল থেকে এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করে আসছে। এর আওতায় ৫৫৬টি নতুন বিদ্যালয় কাম দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ৪৫০টি বিদ্যালয় কাম দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত করা হচ্ছে।

এলজিইডিতে নবনিযুক্ত প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে নবনিযুক্ত সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ সবাইকে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, এলজিইডি ২৬টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। দেশে-বিদেশে এ সংস্থার সুনাম রয়েছে। এলজিইডির প্রতি সরকার, জনগণ ও উন্নয়ন সহযোগীদের আস্থা দিনদিন বাড়ছে। এ সংস্থার রয়েছে বিশাল সুদক্ষ জনবল। দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টর উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডিতে নবনিযুক্ত প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনীপর্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

নবাগত প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, কাজ শেখা ও পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনের জন্য এলজিইডি একটি উৎকৃষ্ট প্রকৌশল সংস্থা। তিনি মন্তব্য করেন, এলজিইডির চলমান কাজের ধারায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের যে মিলন ঘটলো কাজের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই নতুন মাত্রা যোগ করবে। অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

এলজিইডির অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় গ্রুপে কাজ করছেন অংশগ্রহণকারীগণ

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে দেশব্যাপী গড়ে তোলা ভৌত অবকাঠামো হুমকির মুখে পড়ছে, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়ে গবেষণা করে উদ্ভাবনী কৌশল বের করতে হবে। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এলজিইডির অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ওপর ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) এলজিইডি অংশের প্রকল্প পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দিন সভায় এনআরপি কর্মসূচির পটভূমি তুলে ধরেন। কর্মসূচির আওতায় এলজিইডির জন্য অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ও সিস্টেম তৈরির লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ জলবায়ু সহনীয় টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা উত্তোরণে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

এনআরপি জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এর অভীষ্ট ৬-নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, ৯-শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং ১১- টেকসই নগর ও জনপদ ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এ কর্মসূচি মার্চ ২০২২ এ শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: ফিল্ড ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেমের ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এলজিইডির দেশব্যাপী নির্মিত অবকাঠামোর গুণগত মান পরিবীক্ষণ বেশ দুরুহ। কাজটি সহজ করতে এলজিইডি ফিল্ড ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস) শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরিতে সহায়তা করছে। অ্যাপ্লিকেশনের ওপর পূর্ণাঙ্গ ধারণা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গত ২০ ও ২১ নভেম্বর ২০১৮ দুটি ব্যাচে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত ৪০ জন প্রকৌশলী এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। মাঠপর্যায়ে চলমান পূর্তকাজের গুণগতমান পরিবীক্ষণে এ অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্মাণস্থানে গিয়ে পূর্তকাজের ছবি, ভিডিও, ইন্সপেকশন ফর্ম পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তা শেয়ার করা যাবে। এর বিশেষ দিক হলো এটি ব্যবহার করে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে যেকোন ফর্ম/টেমপ্লেট তৈরি ও পূরণ করা যায়। এলজিইডির সব সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণে এটি ব্যবহার করার জন্য এর পরিবর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে। এ অ্যাপ্লিকেশনে সংগৃহিত সকল তথ্য ফলো-আপ বা ভবিষ্যত রেফারেন্সের জন্য মোবাইল ফোন ও সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যাবে।

এলজিইডির আইসিটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

এলজিইডিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮

১১ পৃষ্ঠার পর

নাজমা এখন মৃত্যুশয্যায়। চার-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা হয়। এলজিইডি প্রসঙ্গে বলি, আমি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের স্টাফ ছিলাম। পরে এলজিইবি এবং তারপর এলজিইডি হলো। এলজিইডির প্রয়াত প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্যারকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। এলজিইডি আজ দেশব্যাপী শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তুলছে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এলজিইডি অবদান রেখে চলেছে। দেখে গর্বে বুক ভরে যায়।

অনেক দূর যেতে হবে: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেষ পৃষ্ঠার পর

জেলার স্থানীয় উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান।

৩০ বছর পর নিজ গ্রামে আবার বসত গড়ছে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার কাশিপুর গ্রামবাসী

ত্রিশ বছর পর আপন গাঁয়ে

'আফাল' বা ঢেউয়ের কারণে হাওরবাসীর জীবন প্রায়শই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিশোরগঞ্জের কাশীপুর গ্রামটিও একদিন বিলীন হয়ে যায় আফালের তোড়ে- জানালেন এ গাঁয়ের মৎস্যজীবী ষাটোর্ধ্ব আব্দুস সালাম। আঠারবেকী ফাইল্লা বিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে খুঁজে ফেরেন বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামের দিনগুলো। ফেলে আসা অনেক স্মৃতিই আজ ধূসর হয়ে গেছে। সে কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসে তার। স্মৃতি হাতড়ে বললেন, ১৯৭৫ সাল থেকে একটু একটু করে বিলীন হতে শুরু করে প্রিয় কাশিপুর গ্রাম। কাশিপুর কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলার একটি প্রত্যন্ত জনপদ। ১৯৮৮ সাল। পাহাড়ী ঢলের সঙ্গে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় গ্রামটি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। গ্রামে তখন ৩১৫টি পরিবার বাস করতো। সর্বনাশা আফাল পরিবারগুলোকে নিঃস্ব করে দেয়। তারপর থেকে শুরু হয় শেকড়হীন বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সহায়-সম্বল হারিয়ে এখানকার প্রায় দুশটি পরিবার পাশের উপজেলা করিমগঞ্জের ইন্দ্রা গ্রামে আশ্রয় নেয়। অন্যেরা কোথায় চলে গেছে সে খবর জানা নেই। ভূমি হারানোর ফলে অনেককেই পেশা বদল করতে হয়েছে। 'জিরোতি' বা মৌসুমী চাষি হিসেবে কাজ করেছেন কেউ কেউ। এভাবেই প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পরিবারগুলো শুকনো মৌসুমে কাশিপুর এবং বর্ষা মৌসুমে ইন্দ্রা গ্রামে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। স্বদেশেই যেন তারা ছিন্নমূল যাযাবর। আব্দুস সালাম সেই সব দিনের কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন, আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাযাবরের আবার স্বপ্ন কি? গাঁয়ের অধিকাংশই ছিলাম মৎস্যজীবী। কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় হারিয়েছি জলমহালের ওপর অধিকার। কীভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন? জানতে চাইলে আব্দুস সালাম জানান, এলজিইডির মাধ্যমে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক (এইচএফএমএলআইপি) প্রকল্প এই বাস্তহারা পরিবারগুলোর জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৭ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আঠারবেকী ফাইল্লা বিলটি প্রকল্পের সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কাশিপুর গ্রামের একচল্লিশজন প্রকৃত মৎস্যজীবীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী সদস্যগণ বিলের ইজারামূল্য পরিশোধসহ নিয়মিত মাসিক সভায় গ্রাম উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর উপজেলা ভূমি অফিসের মাধ্যমে বিলের সীমানা নির্ধারণ করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় আঠারবেকী ফাইল্লা বিল ও ৬৫০ মিটার দীর্ঘ বিল সংযোগ খাল খননের কাজ সম্পন্ন করে। পাশাপাশি বিল ও খাল খননের মাটি দিয়ে কাশিপুর গ্রামটি ভরাট করে স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। আব্দুস সালাম জানান,

এরপর পৃষ্ঠা-০২

ডুবো সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা

শুষ্ক মৌসুমে ডুবো সড়কদিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের যাচ্ছে

ডুবো সড়ক: হাওরবাসীর জন্য আশির্বাদ

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই যেতে পারছেন দূরের বা কাছের গন্তব্যে। উপজেলা বা জেলা সদরে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)সহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। হিলিপ ও এইচএফএমএলআইপি এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৭ কিলোমিটারের মধ্যে ৫১৭.২ কিলোমিটার ডুবো সড়ক নির্মাণ শেষ হয়েছে।

উল্লেখ্য, হাওর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমতলের মতো নয়। বছরের ছয়-সাত মাস বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া এর বিস্তৃর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় যাতায়াতের জন্য নৌকা হয়ে ওঠে প্রধান বাহন। হাওরের ভূ-ভাগ বেশির ভাগ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকায় এখানে সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী টেকসই সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকের হাওরের কাটা ধান স্বল্পসময়ে এবং কম খরচে সহজেই মাড়াই ও সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করতে পারছে। এতে করে ফসলের ক্ষতি অনেকাংশে কমে এসেছে।

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ জনসেবা প্রদানে এসেছে নতুন গতি

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে উপজেলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকার নিরলস কাজ করছে। আধুনিক শহরের সেবাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদের অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। ছয়তলা ভিত্তি বিশিষ্ট সম্প্রসারিত ভবনের চার তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের আয়তন সতের হাজার বর্গফুট। একই সঙ্গে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী চার হাজার বর্গফুটের সুসজ্জিত একটি পৃথক হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এসব ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আড়াইহাজার উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আবু সাইদ মল্লিক বলেন, নতুন সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণের আগে আমাদের স্বল্প পরিসর ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে কাজ করতে হয়েছে। টয়লেট সমস্যা ছিলো প্রকট। সেবা নিতে আসা মানুষদের বসতে দেওয়ার মতো জায়গা ছিল না। কিন্তু নতুন ভবনে রয়েছে পর্যাপ্ত জায়গা, আলাদা টয়লেট এবং খোলামেলা পরিবেশ। তিনি আরো জানান, এখন প্রায় সকল সরকারি সংস্থা এক ছাদের নিচ থেকে সেবা দিতে পারছে। এতে জনগণের সময়, খরচ ও বিড়ম্বনা কমেছে। উপজেলায় সেবা নিতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা হাশেম মৃধা জানান, দুর্যোগকালীন সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন, যা এক ছাদের নিচে থাকলে সহজেই সম্ভব। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৪০,০০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এ সুবিধা ছিল না। এ কারণে উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হবে।

আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন

স্বীকৃতি সনদ গ্রহণ করছেন সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ শফিকুর রহমান

আরুয়া কলকলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের সাফল্য

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা। এ উপজেলার আরুয়া কলকলিয়া এলাকার খালগুলো ভরাট হওয়ার কারণে শুষ্ক মৌসুমে (ইরি-বোরো) প্রায় ১,৩৫০ একর জমিতে সেচের পানির তীব্র সংকট ছিল। ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হতো। কখনও কখনও পানির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। পার্শ্ববর্তী বিজনা নদীতে পানি থাকলেও দূরত্বের কারণে এবং সেচখরচ বেশি হওয়ায় অনেকসময় জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হতো না। এ সমস্যা সমাধান ও টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে আরুয়া কলকলিয়া উপ-প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী জাইকার অর্থায়নে বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। খালে পর্যাপ্ত পানি থাকায় কৃষক চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাকা ধান নৌকার মাধ্যমে সহজেই নিরাপদ জায়গায় আনতে পারছে। একই সঙ্গে খালে প্রচুর মাছও উৎপাদন হচ্ছে। এ উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়কৃত তহবিল থেকে সদস্যদের ক্ষুদ্রব্যবসা, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং বিদেশে গমন ইচ্ছুকদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদির জন্য সমিতির সদস্যদের মধ্যে বছরব্যাপী ঘুর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। চলমান ঋণ কার্যক্রমে কিস্তি পরিশোধের হার শতভাগ। সমিতির এসব কার্যক্রমে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিলে সর্বোচ্চ বার্ষিক চাঁদা ও নিরীক্ষা ফি প্রদান করায় ২০১৭ সালে এবং বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০১৮ সালে বিশেষ ক্যাটাগরিতে আরুয়া কলকলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) পরপর দু'বছর সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়েছে। আরুয়া কলকলিয়া পাবসস এর সাফল্য সম্পর্কে সমিতির সভাপতি মোঃ শফিকুর রহমান বলেন, সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দক্ষতার সঙ্গে সমিতি পরিচালনা, সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সফল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ফলে এ সাফল্য এসেছে।

নবনির্মিত শিবচর পৌর বাস টার্মিনাল
যাত্রীদের ভোগান্তি কমেছে, পাচ্ছে উন্নত পরিসেবা

শিবচর পৌর বাস টার্মিনাল

মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌর এলাকায় কোনো বাস টার্মিনাল ছিল না। ফলে যত্রতত্র যানবাহন পার্কিং করায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতো। যানজট ছিল নৈমিত্তিক চিত্র। যাত্রীদের জন্য কোনো অপেক্ষাগার ছিল না। রাস্তার পাশে গাড়ির জন্য অপেক্ষা আর গাড়িতে উঠতে হতো ঝুঁকি নিয়ে। এলজিইডির গুরুত্বপূর্ণ ১৯ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি শিবচর পৌরসভায় একটি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। এতে কমে এসেছে জনভোগান্তি। শিবচর পৌর মেয়র মোঃ আওলাদ হোসেন খান জানান, স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিবচর হবে অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। শহরের প্রবেশদ্বারে একটি বাসটার্মিনাল নির্মাণ পৌরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো। টার্মিনালটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে সে দাবি পূরণ হয়েছে। তিনি আরও জানান, স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, নির্দেশনা ও পরামর্শে বাস টার্মিনালটির স্থান নির্বাচন ও ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এ টার্মিনালে রয়েছে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার, অফিস কক্ষ, নামাজের স্থান, নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট, সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং সুপরিসর পার্কিং এলাকা।

শিবচর উপজেলা বাস-মিনিবাস পরিবহন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাচ্চু খলিফা জানান, বাস টার্মিনালটি নির্মিত হওয়ায় অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। যাত্রীগণ উন্নত পরিসেবা পাচ্ছে। টার্মিনালে ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা।

ড্রেন নির্মাণের ফলে খাগড়াছড়ি পৌরসভার আনন্দনগর এলাকা এখন জলাবদ্ধতা মুক্ত

খাগড়াছড়ি পৌরসভার আনন্দনগরবাসীর আনন্দ

বর্ষাকালে খাগড়াছড়ি পৌরসভার আনন্দনগর এলাকাটি জলাবদ্ধ হয়ে পড়তো। এ সময় ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো না। স্থানীয়দের আয় রোজগার প্রায় বন্ধ হয়ে যেতো। জলবদ্ধতার কারণে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারতো না বলে জানালেন আনন্দনগরের বাসিন্দা খালেদা বেগম। তিনি জানান, এই অবস্থায় স্থানীয় জনগণের চাহিদারভিত্তিতে খাগড়াছড়ি পৌরসভা ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়। আনন্দনগর থেকে রূপনগর হয়ে টিটিসি পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত সড়ক, ড্রেন, ফুটপাত নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে এ এলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। এসব অবকাঠামো নির্মাণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা কমে এসেছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদলে যেতে শুরু করেছে। খালেদা বেগমের আশা আগামীতে আনন্দনগর আর পানিতে নিমজ্জিত হবে না। তিনি আরো জানান, এখন ফসল ফলাতে সমস্যা হচ্ছে না। এলাকাবাসী স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারছে। আনন্দনগরবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুঁচে মুখে ফুটেছে আনন্দের হাসি।

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পৌরসভায় ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পের সহায়তায় মিলনপুর, কল্যাণপুর, এপিবিএনসহ বিভিন্ন এলাকায় জনচাহিদার ভিত্তিতে সড়ক, ফুটপাত, ড্রেনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পৌরবাসীর জীবনে স্বস্তি ফিরে এসেছে ।

এ প্রসংগে পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল আলম জানান, ইতোমধ্যে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প সহায়তায় প্রায় ২০.৮২ কিলোমিটার সড়ক ও ১৫.৫২ কিলোমিটার ড্রেন, নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। ১৩.০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৮৪ সালে খাগড়াছড়ি পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় বাহাত্তর হাজার মানুষের বসবাস এ পৌরসভায়। একটি আধুনিক পর্যটনবান্ধব, যানজট-জলাবদ্ধতামুক্ত পরিচ্ছন্ন নগর গড়ার লক্ষ্যে পৌরসভা কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান পৌর মেয়র।

অবসরে গেলেন এলজিইডির ছয় কর্মকর্তা

সম্প্রতি এলজিইডির ছয়জন কর্মকর্তা অবসরে যান। এর মধ্যে পাঁচজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে অবসর নেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁরা পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং এলজিইডির পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে বিশেষ অবদান রাখেন।

আলী আহমেদ

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশল আলী আহমেদ গত ১৫ অক্টোবর ২০১৮ অবসরে গেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর থানা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান।

এ.এফ.এম. মুনীবুর রহমান

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ অবসরে গেলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এ.এফ.এম. মুনীবুর রহমান। তিনি ১৯৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এই সংস্থায় যোগদান করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

পি. কে. চৌধুরী

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ অবসরে গেলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পি. কে. চৌধুরী। তিনি ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগ দেন। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান।

মোঃ আব্দুল মালেক সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মালেক সরকার ১১ নভেম্বর ২০১৮-তে অবসরে গেছেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ৩০ জানুয়ারি সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান।

মোল্লা আবুল বাশার

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোল্লা আবুল বাশার গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮-এ অবসরে গেলেন। তিনি ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে থানা প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান।

কাজী মোঃ খুরশিদ হাসান

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী মোঃ খুরশিদ হাসান গত ৩১ অক্টোবর ২০১৮এ অবসরে গেছেন। তিনি ১৯৮৯ সালের জুন মাসে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় যোগদান করেন। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

এলজিইডি পরিবারের সদস্য এস এম শাহজাদা সংসদ সদস্য নির্বাচিত অভিনন্দন

এস এম শাহজাদা, এমপি
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা)

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এস এম শাহজাদাকে অভিনন্দন। তিনি এলজিইডি পরিবারের একজন সদস্য। তাঁর পিতা জনাব মোঃ লুৎফর রহমান গলাচিপা উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে কার্যসহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

এস এম শাহজাদা একজন রাজনীতিবিদ ও সফল ব্যবসায়ী। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (বিএম কলেজ) থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বাবা-মার তিন সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড়। পারিবারিক জীবনে তিনি এক ছেলে ও দুই কন্যা সন্তানের পিতা।

শোক বার্তা

মোঃ শহিদুল ইসলাম

এলজিইডির গাড়ী চালক মোঃ শহিদুল ইসলাম গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তাকে উত্তরখান থানার চামুরখান কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ১ পুত্র ৩ কন্যা ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে একনেকে এলজিইডির ১৫টি প্রকল্প অনুমোদন

একনেক সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ১৬,১৮১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-র ১৫টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক একনেক সভায় এসব প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পগুলো হলো- রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, বাংলাদেশ ইমার্জেন্সি অ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ), খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, ইমার্জেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট-বিশ্বব্যাংক, ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেঞ্চমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ), বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪, তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারা ঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প, দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, টাঙ্গাইল পৌরসভার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। এসব প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো- গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন। একই সঙ্গে টেকসই ও পরিকল্পিত নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি।

ঢাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এ এলজিইডির স্টল পরিদর্শন করছেন একদল শিক্ষার্থী

জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮: উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ দেশব্যাপী চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় তিনদিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা উদ্বোধন করেন। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন খাতে অর্জিত সাফল্য এ উন্নয়ন মেলায় তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সাফল্য, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১- এর মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, তথ্যপ্রযুক্তি, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প এবং দেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনার বিষয় মেলায় প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এ মেলায় অংশ নেয়। মেলায় এলজিইডির সাফল্য তুলে ধরতে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এলজিইডি সকল জেলা, উপজেলায় স্টল স্থাপন করে এবং রাজধানীর আগারগাঁও-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশ নেয়। ২০০৯-২০১৮ মেয়াদে পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডির সাফল্যের ওপর জেলা ও উপজেলা থেকে তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পল্লি উন্নয়ন ভাবনা, এলজিইডির অগ্রযাত্রা, অর্জন ও সরকারের কার্যক্রম নিয়ে স্টল ডিজাইন করা হয়। এলজিইডি 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' বিষয়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে, যা সকল জেলা-উপজেলা স্টলে প্রদর্শিত হয়। তথ্য, ছবি ও গ্রাফিক্স সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন স্টলসমূহ ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। এ প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে জনগণ এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। উল্লেখ্য, দেশব্যাপী স্থাপিত এলজিইডির স্টলসমূহের মধ্যে থেকে ২০০টি স্টল জেলা প্রশাসন কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

এলজিইডিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন

সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আলম মিয়াকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন করে। এ উপলক্ষে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের আয়োজনের বিশেষ দিক ছিলো দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান, যাঁরা এলজিইডিতে কর্মরত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি বেঁচে থাকলে দেশ আরো আগেই উন্নত হতো। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করছেন, যার নামকরণ করা হয়েছে "বীর নিবাস"। অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী খন্দকার আলীনূর, পি. কে. চৌধুরী ও এ. এফ. এম. মুনীবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এলজিইডি থেকে অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আলম মিয়া এবং হিসাব রক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ করেন। এ সময় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে "রূপসী বাংলা" শিরোনামে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এর আগে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সকালে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মঞ্চে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করছেন শিল্পীবৃন্দ

একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ

বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত আলোচনা সভায় এলজিইডির সাবেক হিসাব রক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন: প্রথমে আমি স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩০ লক্ষ বীর, সম্ভ্রম হারানো দু লক্ষ মা-বোনকে, যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের ফসল আমাদের মহান স্বাধীনতা, আমাদের এ দেশ-বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স কম হলেও যুদ্ধে যাওয়ার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করি। আমাদের মতো কিছু তরুণদের ক্যাপ্টেন হুদা প্রতিদিন বর্ডারে নিয়ে যেতেন। প্রথম দিকে পাকসেনাদের গুলির মুখে আমরা টিকতে পারতাম না। পিছু হটতাম। সাহসে বুক বেঁধে আবার হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসের পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাওয়ার সুযোগ হলো। প্রশিক্ষণ শেষে গোপালগঞ্জের ৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে মুকসুদপুরের ৫০ জন যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লাম। আমাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ ছিল। প্রশিক্ষণটা ছিল দুএকটা গুলি ছুড়বো। তারপর শত্রুপক্ষ গুলি করবে। শত্রু পক্ষ গুলি করতে করতে তাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে আমরা অ্যাটাক করবো। আমরা ছোট ছোট অনেক যুদ্ধ করি। বড় যুদ্ধটা করি বর্তমান মোকসেদপুর উপজেলার দিগনগরে। ওখানে পাকসেনাদের ঘাঁটি ছিল। তিনরাত তিনদিন একটানা যুদ্ধ করি। যুদ্ধে আমাদের ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এর মধ্যে আমার পাশে শহীদ হন আমার খালাত ভাই। এ যুদ্ধে আমরা ১০০ জন পাকসেনাকে খতম করি।

যুদ্ধ শেষে দেখলাম ব্যাঙ্কারের মধ্যে চার/পাঁচটা মেয়ে গুটিশুটি হয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে দু-তিনজন দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরা কারা? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এ সময় একটা মেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে বললো, ওরা আমার সব শেষ করে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কারা? পরে বুঝলাম এরাই বীরাঙ্গনা। এর নাম কানন বালা। কানন বালাকে উদ্ধার করি। তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলাম। বাবা-মা তাঁকে প্রত্যাখান করলো, বললো ও আমাদের মেয়ে না, আমরা ওকে রাখবো না। ওকে আমরা আমাদের দলে রাখলাম। পরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করলাম। সে তাঁকে গ্রহণ করলো। ওর নতুন নাম দেওয়া হলো নাজমা বেগম। আজ সকালেও মোশাররফ-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা ঢাকাতেই থাকে। কোনো এক বস্তিতে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৫

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান

বাংলাদেশকে আরো অনেক দূর যেতে হবে: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এলজিইডি নির্মিত বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উদ্বোধনের সময় স্থানীয় উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন

বাংলাদেশ গত দশ বছরে উন্নয়নের মহাসড়কে যে পথ পাড়ি দিয়েছে, তাকে অসাধ্য সাধন বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি জানি না, পৃথিবীতে কোনো দেশ এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সাধন করতে পারে কিনা। কিন্তু আমরা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি। বাংলাদেশকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০ জেলায় ৩৩টি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে নির্মিত সাতটি দীর্ঘ সেতু, একটি জেটি, নয়টি উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম এবং ছয়টি নগর মাতৃসদন ভবন ও দশটি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শ বুকে ধারণ করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছি। তিনি আরও বলেন, ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। সব দিক থেকে মানুষ যেন ভালোভাবে বাঁচতে পারে, সেই চেষ্টা করেছে তার সরকার।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির সড়কে ডেপা নদীর ওপর ২২৮ মিটার দীর্ঘ সেতু, জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৫৬০ মিটার দীর্ঘ 'শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতু' ও ৫৬০ মিটার দীর্ঘ 'শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতু', টাঙ্গাইলে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৫২০.৬০ মিটার দীর্ঘ 'দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু', গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় ৩১৫ মিটার দীর্ঘ সেতু, মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর ৬৮৬.৭৫ মিটার দীর্ঘ 'শেখ লুৎফর রহমান সেতু' এবং নড়াইলে চিত্রা নদীর ওপর 'শেখ রাসেল সেতুর' উদ্বোধন করেন। এছাড়া, টেকনাফ-মিয়ানমার ট্রানজিট ঘাটে নির্মিত ৫৫০ মিটার দীর্ঘ জেটিরও উদ্বোধন করা হয় এ সময়।

সেতুগুলো নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরীণ এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হবে, এতে সময় ও ব্যয় কমে আসবে। একই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীলফামারীর ডোমার, নওগাঁর আত্রাই ও রাণীনগর, নাটোরের সিংড়া, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, যশোরের শার্শা এবং নোয়াখালীর সদর উপজেলায় নির্মিত উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম এর উদ্বোধন করেন। স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করতে এসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন মিরপুর এক নম্বর সেকশনে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দক্ষিণ কোলার বাজারের ধীরাশ্রমে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব খাসবাগে, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার হারুয়ায়, কুষ্টিয়া পৌরসভার মিলের পাড়ায় এবং গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ছয়তলা নগর মাতৃসদন এবং গাজীপুরের নীলের পাড়ায়, কুমিল্লার কমলাপুর, বাউবন্দ ও রসুলপুরে, রংপুরের এরশাদ নগর ও জুমাপাড়ায়, কুষ্টিয়ার বারাদি ও বড়খাদায় এবং কিশোরগঞ্জের নুরানী ও তারাপাশায় তিনতলা নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। শহর এলাকার নারী, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এসব মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবানাধীন ''আরবান প্রাইমারী হেলথ-কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প'' এর আওতায় এলজিইডি এসব ভবন নির্মাণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাদারীপুর, কুমিল্লা, নওগাঁ, ময়মনসিংহ এবং গাজীপুর

এরপর পৃষ্ঠা-০৫

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন

উপদেষ্টা : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd